তারিখ ... 07 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কালের কণ্ঠ

ভিত্তি স্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী

বার্ন ইনস্টিটিউট হবে সেন্টার অব এক্সিলেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে নতুন ধারায় উন্নীত করার পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল বুধবার রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুরনো সব স্থাপনা ভেঙে অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের বহুতল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুরনো কিছু ঐতিহ্যবাহী অংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বাকি সব ভেঙে ফেলা হবে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিকে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠার আশা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি সারা বিশ্বে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছড়িয়ে যাবে। একই সঙ্গে দেশের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন করা হবে। দুর্ঘটনাকবলিত মানুষ যাতে চিকিৎসাসেবা ভালোভাবে পেতে পারে সে জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন লোকবল বাড়ানো। উপযুক্ত জনবল তৈরির জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এসব দিক খেয়াল রেখেই প্রকল্পটি খুব দ্রুত প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা জায়গা দিয়েছি, অর্থ দিয়েছি এবং সেনাবাহিনীকে প্রকল্পটি দ্রুত সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিয়েছি। সেনাবাহিনী প্রধান আমাকে কথা দিয়েছেন, অতি দ্রুত তিনি আমাকে এটা সম্পন্ন করে দেবেন।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা উপজেলা হাসপাতালে ওয়েবক্যাম দিয়েছি। কারণ এখন নিত্যনতুন রোগ দেখা দিচ্ছে, চিকিৎসাপদ্ধতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। এ জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে ওয়েবক্যামের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালগুলোর সঙ্গে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষায়িত মেডিক্যালের যোগসূত্র স্থাপন করা হবে।'

দেশের অনেকেই চিকিৎসার জন্য বিদেশে যায় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'ধনীরা বিদেশে গেলে যাক; কিন্তু সাধারণ মানুষ যেন এখানেই বিদেশের মতো উন্নত চিকিৎসাসেবা পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের চিকিৎসকরা মেধাবী। তাই উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের চিকিৎসাসেবার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতে হবেন।'

রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত জোট ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে এবং ২০১৫ সালে টানা ৯২ দিন অবরোধের নামে সারা দেশে ঘৃণ্য ও পৈশাচিক সন্ত্রাস চালায়। নারী, শিশু, সাধারণ মানুষ, গাড়িচালক, পুলিশ-আনসার-বিজিবি, সেনা সদস্যদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, জীবনের তরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। কেবল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হায়েনা ও তাদের দোসরদের নির্মমতার সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। আমরা রাজনীতি করি জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণকে পুড়িয়ে হত্যা করে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা করা যায় না।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরাই দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডি ও গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হবে। নার্সিং ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে।'

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালিক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, সেনাবাহিনী প্রধান আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক ও বার্ন ইউনিটগুলোর সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ মনজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন ইউনিট' সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়। ১ দশমিক ৭ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন ১৭ তলাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল ভবনটিতে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটসহ আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক এই ইনস্টিটিউট নির্মাণে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৫২২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। আগামী ২০১৮ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।